মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমালা

বরেণ্য চার শিল্পীকে স্মরণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তির সংগ্রামে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী চারজন বরেণ্য সংগীত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারের স্মরণে গত ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় দু'দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয় সুরস্রষ্টা শহিদ আলতাফ মাহমুদ এবং গণসংগীত শিল্পী শেখ লুতফর রহমানকে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয় রবীন্দ্র ও গণসংগীত শিল্পী জাহিদুর রহিম এবং শিল্পী অজিত রায়কে।

শহিদ আলতাফ মাহমুদ

শেখ লুতফর রহমান

জাহিদুর রহিম

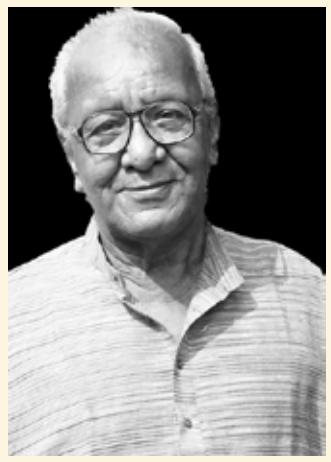

অজিত রায়

১২ ডিসেম্বর সুরস্রষ্টা শহিদ আলতাফ মাহমুদ এবং গণসংগীত শিল্পী শেখ লুতফর রহমান স্মরণানুষ্ঠানে আলতাফ মাহমুদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন– বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী লিনু বিল্লাহ। এসময় শেখ লুতফর রহমানের আত্মজীবনী থেকে পাঠ করেন আবৃত্তি শিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভিডিও বার্তায় স্মৃতিচারণ করেন শেখ লুতফর রহমানের কন্যা লুসি রহমান। অনুষ্ঠানে লন্ডনে শেখ লুতফর রহমানকে নিয়ে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানের ধারণকৃত ভিডিও প্রদর্শিত হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উভয় শিল্পীর স্বকণ্ঠে গাওয়া ধারণকৃত দুর্লভ দুটি গান পরিবেশিত হয়। এরমধ্যে শহিদ আলতাফ মাহমুদের গাওয়া অতুলপ্রসাদের সুর ও কথায় রচিত 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটি ১৯৬৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁশরী চলচ্চিত্রের জন্য ধারণ করা হয় এবং শেখ লুতফর রহমানের সুর ও কণ্ঠে গাওয়া আনিসুল হক চৌধুরী রচিত 'ওরে ভাইরে ভাই' গানটি ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান যা ১৯৪৮ সালে ধারণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহিন সামাদ ও উদিচী শিল্পী গোষ্ঠী।

শহিদ আলতাফ মাহমুদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিনু বিল্লাহ বলেন, আলতাফ ভাইয়ের সাথে আমাদের পরিবারের পরিচয় ১৯৬২ সালে। তার আগে তিনি করাচিতে থাকতেন। জহির রায়হানের তানহা চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার কাজ করতে তিনি ঢাকা ফিরে আসেন। তিনি মূলত গণসংগীত শিল্পী ছিলেন। পিতার বিকল্প হিসেবে আমি আলতাফ ভাইকে পেয়েছি। ১৯৬৪/৬৫ সাল থেকে আমি আলতাফ ভাইয়ের সিনেমার গানে কোরাসে কণ্ঠ দেয়া শুরু করি। ১৯৬৯ সাল থেকে লক্ষ্য করলাম তিনি সিনেমার কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন। তিনি যেখানে যাচ্ছেন আমিও সঙ্গে থাকছি। একাত্তরের ২১ ফেব্রুয়ারি দারুণ উত্তেজনাময় আবেশে পালিত হয়। আমরা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটা গাইলাম। শাহনাজ রহমতুল্লার মতো জণপ্রিয় শিল্পীও গণসমাবেশে গান গাইলো। একাত্তরের ২৫ মার্চ আমরা আমাদের রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশের বাসায় থাকি। পরে কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমরা গান রেকর্ডিং শুরু করলাম স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্য।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্মরণ : স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন

মুক্তিযোদ্ধা, স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানের পরম সুহৃদ। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থাপনা সদস্যদের মধ্যে একজন। পরবর্তীকালে স্থায়ী জাদুঘর ভবন নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগে একটি ফ্লাট-এর অর্থ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, পাশাপাশি ভবন নির্মাণ কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি নির্মাণ কাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। গত ২ জানুয়ারি ২০২৩ প্রথম প্রহরে তিনি প্রয়াত হন।

২০২১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের রবিউল হুসাইন প্রাঙ্গণের পড়ন্ত বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের ক্যামেরার মুখোমুখি হন। যেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি স্থপতি-কবি রবিউল হুসাইন সম্পর্কে কথা বলেন। সেই কথোপকথনের চুম্বক অংশ সুহৃদ মানুষটির স্মরণে নিবেদন করছি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার পরিবারের একজন সদস্যের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

কথোপকথন: ১৯৬৫ সালে আমি বুয়েটের ছাত্র

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলেখ্যানুষ্ঠান

মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে' শিরোনামে এবং 'মুক্তির লড়াইয়ে নতুন করে পাওয়া রবীন্দ্রনাথ' উপশিরোনামে মফিদুল হকের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর রেখা ও চিত্রমালায় বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ। আলেখ্যানুষ্ঠানের সংগীত পরিচালনা করেন শিল্পী বুলবুল ইসলাম, নৃত্য পরিচলনা করেন শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিতা আবৃত্তি ও ধারাবর্ণনা করেন ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্টি হেফাজ।

'মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের আগে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের পক্ষ থেকে স্মৃতিচারণ করেন

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আলেখ্যানুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের শিল্পীরা

বিজয় উৎসব ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত আট দিনব্যাপী বিজয় উৎসব ২০২২-এর অষ্টম ও শেষ দিন ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে প্রথম পর্বের শিশু-কিশোর আনন্দ-অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল দশটায় জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বধ্যভূমির সন্তান দলের নেতৃত্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত সাড়ে তিন শতাধিক শিশু-কিশোর। উপস্থিত সকল শিশু-কিশোরদের পক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছোট্ট দুই শিশু। শিশু-কিশোরদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের।

দ্বিতীয় পর্বে আনন্দ-আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে- সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিল্ড্রেন, কল্পরেখা, এসওএস শিশুপল্লী, বধ্যভূমির সন্তানদল, খেলাঘর, ইউসেপ বাংলাদেশ (ঢাকা), হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ। প্রায় চার শতাধিক শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে বিজয় উৎসবের আনন্দ-আয়োজন মুখরিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় এবং শেষ পর্বে সন্ধ্যা ছয়টায় বাউল গান পরিবেশন করে কুষ্টিয়া লালন আকড়া থেকে আগত 'আরশীনগর' বাউল সংগঠনের শিল্পীরা।

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা (টিওটি)

১৯-২০ ডিসেম্বর ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় এক মিনিট চলচ্চিত্র তৈরি কর্মশালার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা (টিওটি)। দুই দিনব্যাপি এই কর্মশালাটি জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ৪২ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে ২৫ জনের চূড়ান্ত তালিকা করা হয় কর্মশালায় অংশ নেয়ার জন্য। কর্মশালার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি মফিদুল হক, জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, চলচ্চিত্র কেন্দ্রের পরিচালক তারেক আহমেদ, সমন্বয়ক শরিফুল ইসলাম শাওন ও আউটরিচ কর্মসূচি কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ফরিদ আহমেদ, শারমিন দোজা, হুমায়ুন কবির শুভ ও সাইফুল জার্নাল।

১৯ ডিসেম্বর প্রথম দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের পরিচিতি পর্বের মধ্য দিয়ে কর্মশালার শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম জাদুঘরের কার্যক্রম-পরিচিতি তুলে ধরেন। এরপর জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচি কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ 'এক মিনিট চলচ্চিত্র' প্রকল্পের পরিচিতি ও টিওটি কর্মশালার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি এবং টিওটি কর্মশালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা পর্বের পর এক মিনিটের প্রামাণ্যচিত্রের বিষয় নির্বাচনের কলা-কৌশল (ঘটনা ও চরিত্র নির্বাচন, লোকেশন নির্ধারণ) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রশিক্ষক ফরিদ আহমেদ। ফরিদ আহমেদ-এর সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা এক মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখেন ও বিষয় নির্বাচন করেন। গ্যালারি ঘুরে দেখা এবং দুপুরের আহার শেষে কর্মশালার প্রশিক্ষক হুমায়ূন কবির শুভ স্মার্টফোনে দৃশ্য ধারণের প্রাথমিক পাঠ নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর প্রশিক্ষক শারমিন দোজা স্মার্টফোনে সম্পাদনার জন্য এপ্লিকেশন পরিচিতি, দৃশ্য ও শব্দ সম্পাদনার প্রাথমিক পাঠ নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে প্রশিক্ষক সাইফুল জার্নালের সেশনের মধ্য দিয়ে টিওটি কর্মশালার প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ২০ ডিসেম্বর সকালে এক মিনিট প্রামাণ্যচিত্র তৈরির জন্য অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি ও প্রাঙ্গণ ঘুরে প্রামাণ্যচিত্রের জন্য দৃশ্য ধারণ করেন এবং দুপুরে আহারের পর প্রামাণ্যচিত্র সম্পাদনা শেষ করেন। অংশগ্রহণকারীদের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী ও নির্মাণ অভিজ্ঞতা বিনিময় শেষে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি মফিদুল হক ও পরিচালক তারেক আহমেদ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপি কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

ফারহাতুল হক

একাত্তরের এই মাসে

শুক্কুর মিয়ার ক্যামেরায় রেসকোর্স ময়দানে ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ

দাতা: শুক্কুর মিয়া

ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

মোবাইল ফোনে ১ মিনিটের ছবি বানাও, মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনাও

আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল

মোবাইল ফোনে ১ মিনিটে ছবি বানাও, মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনাও - শ্লোগান নিয়ে ৯-১০ জানুয়ারি আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা এবং ১১-১২ জানুয়ারি ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজে, দনিয়া, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সহজে নির্মাণ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার আয়োজন করে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পর নতুন বছরের শুরুতে এই কর্মশালা ঢাকা মহানগরে আয়োজন করা হয়। এবারের চার দিনব্যাপী কর্মশালায় দুইটি বিদ্যালয়ের ৬৩ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

নির্মাণ কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কমসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিউল গনি বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানামুখি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এবং সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণে সুযোগ প্রদানের জন্য জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো: মাহবুবুর রহমান সূচনা বক্তব্যে বলেন, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজকে মনোনীত করে শিক্ষার্থীদের সুযোগ প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চার দিনব্যাপী কর্মশালায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি কর্মকর্তা রনিকা ইসলাম, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব পরিচালক তারেক আহমদ ও চলচ্চিত্র কেন্দ্রর সহকারী সমন্বয়কারী এম ফরহাতুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্ব শেষে সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার আলোচ্য বিষয়গুলোকে দুই পর্বে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রথম পর্বে সিনেমা, ঘটনা ও গল্প এবং সিনেমা তৈরীর কারিগরি কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষক জাহিদ হোসেন গগন ও শাহীনূর আক্তার শাহীন এবং সিনেমার ধরণ ও ছবি ধারণ বিষয়ক কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌস নীলা ও মামুন সোবহানী আলোচনা করে।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নির্মাণ-ভাবনা নিয়ে প্রস্তাবনা জমা দেয়। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্মাণ-ভাবনা ও ক্যামেরা ব্যবহারের কৌশল, ধারণকৃত ছবির সম্পাদনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষকগণ আলোচনা করেন।

প্রথম দিনের কর্মশালার শেষ পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের ছয়টি দলে বিভক্ত করে প্রাপ্ত নির্মাণ-ভাবনা নির্বাচন করে দলগত বাড়ির কাজ দেয়া হয়।

ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের চিত্রধারণকৃত ফুটেজগুলো কীভাবে সম্পাদনা করে এক মিনিটে সিনেমা তৈরী করা যায় সে বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের গল্প নিয়ে ধারণকৃত ছবিগুলো নিজেরা সম্পাদনা করে জমা দেয়। আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুলে আয়োজিত দুই দিনের এই কর্মশালায় ছয়টি দলের প্রশিক্ষণার্থীরা ১০টি এক মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নির্মিত ছবিগুলো প্রদর্শন করা হয় এবং প্রদর্শনী শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যাবস্থাপক রফিকুল ইসলাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. কবিরুজ্জামান।

১১ ও ১২ জানুয়ারিতে আয়োজিত ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নির্মাণ কর্মশালায় ছয়টি দল ৮টি এক মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে নির্মিত ছবিগুলো প্রদর্শন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাসুদ হাসান লিটন। সমাপনীতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান ও প্রভাষক ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ ও রনিকা ইসলাম।

রঞ্জন কুমার সিংহ

জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে বিজয় উৎসব ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করে তিন দিনব্যাপী বিজয় উৎসব ও স্বাধীনতা উৎসবের। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় উৎসব ২০২২। জল্লাদখানা বধ্যভূমির সামনে 'শিশু-বান্ধব গণপরিসর'-এর উন্মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

১৪ ডিসেম্বর : শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। স্মৃতিচারণ করেন শহিদ বুদ্ধিজীবী খন্দকার আবু তালেব-এর পুত্র খন্দকার আবুল আহসান এবং শহিদ আব্দুল হাকিমের পুত্র আব্দুল হামিদ। উপস্থিত ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ জল্লাদখানায় শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বধ্যভূমির সন্তানদল শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে 'সত্য-শান্তি-সাম্যের জয়' শীর্ষক গীতি-নৃত্য-কাব্য আলেখ্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। পর্যায়ক্রমে ওয়াইডব্লিউ সিএ ফ্রি স্কুল, বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস, মুকুল ফৌজ মিরপুর ৬ নং শাখা, নবনিতা আর্ট এন্ড মিউজিক একাডেমি ও কোমল কুঁড়ি সংগীত একাডেমি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। সবশেষে নাটক 'পাখির ভবিষ্যৎ' মঞ্চস্থ করে অপেরা নাটকের দল।

১৫ ডিসেম্বর: উৎসবের দ্বিতীয় দিনে স্মৃতিচারণ করেন শহিদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন একাত্তরের পদযাত্রী দলের ডেপুটি লিডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আমান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রংধনু শিল্পী সংঘ, শহিদ খন্দকার আবু তালেব উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনুক শিশু-কিশোর সংঘ, মুর্চ্ছনা সংগীত একাডেমি, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ও আনন্দলোক সাংস্কৃতিক একাডেমি। সবশেষে নাটক 'চুরুট' মঞ্চস্থ করে সাত্ত্বিক নাট্য সম্প্রদায়।

১৬ ডিসেম্বর : মহান বিজয় দিবসে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শহিদ আব্দুল হাকিমের পুত্র আব্দুল হামিদ-এর স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার মোকলেছুর রহমান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে চারুলতা একাডেমি, যুব বান্ধব কেন্দ্র (বাপসা), স্বপ্নবীণা শিল্পকলা বিদ্যালয়, ঢাকা সিটি স্কুল, বধ্যভূমির সন্তানদল, মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর, সংগীত সমাজ কল্যাণপুর, পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং থিয়েটার গেরিলার 'মশা' নাটকের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় তিন দিনব্যাপী বিজয় উৎসবের।

প্রমিলা বিশ্বাস, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ একান্নতম বিজয় দিবসের আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরর প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রেরণার কথা উল্লেখ করে মফিদুল হক বলেন, 'আমরা আটজন ট্রাস্টি ১৯৯৫ সালে দেশের দুর্দিনে গঠন করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আত্মদানের স্মৃতি বহমান রাখতে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কাজে ব্রতী হতে মনস্থ করেছিলাম।' তিনি বলেন সমাজের শক্তির ওপর আস্থা রেখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেন। এই কাজে ব্রতী হতে তাদের আস্থা জুগিয়েছিলো কতক সামাজিক উদ্যোগ, যার একটি ছিল বাংলা একাডেমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিবহ স্মারক নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী, যেখানে শহীদ পরিবারের সদস্যরা অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করেছিলেন এবং এই প্রদর্শনী দর্শনার্থী, বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে, বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তারা আরো কিছু উদ্যোগ দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলা দপ্তরের একটি কক্ষে মুক্তিযোদ্ধা চেয়ারম্যানের স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক নিয়ে সাজানো ছোট আকারের প্রদর্শনী যাকে তিনি তুলনা করেন জাদুঘরের সাথে। আরও আগে, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী গণগ্রন্থাগার তাদের ভবনে বইয়ের সংগ্রহের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত গোলা, যুদ্ধের স্মারক, ছবি, দলিলপত্র নিয়ে স্থায়ী সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের আয়োজন করে। তবে মফিদুল হক মনে করেন সবচেয়ে বড় উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের যাঁরা কাণ্ডারি, তাঁরা ছিলেন ভিশ-নারি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, সেইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ অন্তপ্রাণ। তারা যে পরিসরে যেভাবে শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালার সূচনা করেন তা' সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল। ঢাকাসহ দেশের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে

বহু মানুষের কাছে তাঁরা সংগ্রহশালার আবেদন পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং সংগ্রহ করেছিলেন তাৎপর্যময় বহু স্মারক, ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা' সংরক্ষণ ও উপযুক্তভাবে প্রদর্শনের। ১৯৭২ সালের ৯ মে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই চত্বরেই গড়ে ওঠা 'শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা', যথার্থ অর্থে বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিয়ষক কিছু গ্রন্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেন।

নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় দিবস পালন

গত ১৫ ডিসেম্বর নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র 'মুক্তির গান' প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে ডোমাস জুরিদিকা ভবনের মিলনায়তন-২ এ এই প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অপরাধ বিজ্ঞান ও লিগ্যাল সোসিওলজি বিভাগ। শুরুতেই বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হেলেনা গুনধুস স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপস্থিত বাংলাদেশীদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের গণহত্যার ইতিহাস অনেকেরই অজানা, তাই এই ধরণের উদ্যোগ ইউরোপীয়দের বিশেষ আগ্রহ তৈরী করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে, বিভাগের পিএইচডি রিসার্চ ফেলো এবং মুক্তিযুদ্ধ গবেষক নওরিন রহিম আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা দেন এবং 'মুক্তির গান' প্রমাণ্যচিত্রের পরিচিতি তুলে ধরেন।

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আইন অনুষদের প্রফেসর এমেরিটাস, অন্যান্য বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের কোঅর্ডিনেটর ইমরান আজাদ।

ছবি তুলেছেন অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের পোস্ট ডক্টরাল ফেলো ড. সাঞ্জিব হোসাইন।

নওরিন রহিম

মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বরিশালের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষানুরাগী শহিদ বুদ্ধিজীবী কাজী শাম-সুল হকের পুত্র কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস এবং ময়মনসিংহের কবি ও নাট্যকার শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রিয় সাধন সরকারের পুত্র তাপস সরকার।

শহিদ পুত্র কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, '১৯৭১ সালে আমার বাবাকে যখন হত্যা করা হয় তখন আমার বয়স চার বছর, আমার স্মৃতি তেমন কিছু নেই। আমার শুধু এইটুকু মনে আছে বাড়িতে অনেক মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। বাবার মৃত্যুর কাহিনী বড়দের কাছে শুনেছি। আর বাবার কথা যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে বাবা খুব ভালো কোরআন তেলোয়াত করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, যা রেকর্ড করা ছিল, সেটা শুনেছি। রেকর্ডকৃত কবিতাগুলো ছিল বিপ্লবী কবিতা। আর সুরা আর রহমানের বাংলা অনুবাদসহ পাঠ। এই ভাবেই বাবার সাথে আমার পরিচয়। ছোটবেলায় সবার যেমন বাবা থাকে আমার কোন বাবা ছিল না।'

শহিদ পুত্র তাপস সরকার পিতার স্মৃতি-চারণ করতে গিয়ে বলেন– 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল দুই বছর। আর আমার ছোটবোন ছিল তিন মাসের। আমি বাবাকে দেখিনি আমি দেখেছি মায়ের সংগ্রাম। মা যেন ধ্বংসস্তুপে ফিনিক্স পাখির মতোন। আমার বাবা যখন শহিদ হলেন মায়ের বয়স তখন বাইশ বছর। একজন ইন্টারমিডিয়েট পাশ তরুণী। পরবর্তীতে মা নিজেকে তৈরি করেছেন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে বাবার দুটি কবিতার বই এবং একটি নাটকের বই প্রকাশ হয়। সেখান থেকেই বাবাকে জানা। তার ছাত্র-বন্ধু ও পরিবারের মানুষদের কাছে বাবাকে চিনেছি।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ গ্রহণ করে ঘাসফুল শিশু সংগঠন ও সরকারি সংগীত

কলেজ। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের এই অনুষ্ঠান ৯ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বিজয় উৎসবের আট দিনের অনুষ্ঠানমালার ৬ষ্ঠ দিনের আয়োজন হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অফিসিয়াল ফেসবুক পাতায় সরাসরি সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

শরিফ রেজা মাহমুদ

বরেণ্য চার শিল্পীকে স্মরণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরমধ্যে সেক্টর টু'র ক্র্যাক প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ হয়। ৬ জুন/ জুলাই আমাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের সেই বিরাট ট্রাংক এলো। ঢাকা শহরের অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারটি ছিল আমাদের বাসায়। হাসান ইমাম আবুল বারাকাত আলভীকে পাঠালেন আলতাফ ভাইকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু তিনি বললেন, না আমি যাবো না। এখান থেকেই কাজ করতে হবে। অবশেষে ৩০ আগস্ট ভোর ৬.৪৫-এ পাকিস্তানি আর্মি আমাদের বাসা ঘেরাও দিল। আমাদের ধরে নিয়ে গেলো গণভবনের উল্টো দিকের একটা বাড়িতে। আমরা ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা। আলতাফ ভাই ও তার সহকারী হাফিজ ভাইকে অত্যন্ত নির্মমভাবে মারা হয়। রুমি, বদি, বাকী, জুয়েল ও আজাদ সবাইকে একে একে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। আলতাফ ভাই কিন্তু বেঁচে যেতেন। কিন্তু তিনি বাকি সবাইকে বাঁচানোর জন্য বললেন, ওদের কোন দোষ নাই, দোষ আমার। তিনি স্পার্টাকাসের মতো দলের সবাইকে বাঁচিয়ে নিজেকে উৎর্সগ করেছেন।

শিল্পী শেখ লুতফর রহমান সম্পর্কে ভিডিও বার্তায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কন্যা লুসি রহমান বলেন 'আব্বার সম্পর্কে ব লতে গেলে অনেক কথা। একাত্তর সালে যুদ্ধের সময় প্রায়ই সন্ধ্যায় লক্ষ্য করতাম আব্বা বাড়িতে নাই। ভয় পেতাম কোথায় গেলো আমার আব্বা। অনেক সময় রাতে ফিরতেন না। পাড়ার লোক আব্বাকে ভালোবাসতেন। তারা আগেই জানিয়ে দিতেন কখন পাকিস্তানি আর্মি আসতে পারে। কোন কোন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে কিছু অচেনা মানুষ আসতেন। আব্বা তাদের জন্য গান রেকর্ড করে দিতেন। সেসব গান ভারতে পাঠানো হতো। তিনি একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। সংগ্রামী শিল্পী ছিলেন। সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'জনতার সংগ্রাম চলবে' গানটি আব্বার সুর করা গানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শামসুর রহমানের 'নায়কের ছায়া' কবিতার বইতে আব্বাকে নিয়ে লেখা 'শেখ লুতফর রহমান যখন' কবিতাটি পড়লে আপনারা বুঝবেন তিনি কেমন মানুষ ছিলেন।

১৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্র ও গণসংগীত শিল্পী জাহিদুর রহিম এবং রবীন্দ্র ও গণসংগীত শিল্পী অজিত রায় স্মরণানুষ্ঠানে জাহিদুর রহিম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও জাহিদুর রহিমের ছায়ানট শিক্ষার্থী সালাউদ্দিন জাকি এবং অজিত রায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা আশরাফুল আলম। এছাড়া অনুষ্ঠানে উভয় শিল্পীর স্বকণ্ঠে গাওয়া ধারণকৃত দুর্লভ দুটি গান পরিবেশিত হয়। এরমধ্যে জাহিদুর রহিমের গাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী ও সুরে 'এদিন আজি কোন ঘরে গো' গানটি এবং অজিত রায়ের সুর ও কণ্ঠে গাওয়া কবি জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতার কথায় রচিত গান দু'টি ১৯৭২ সালে ধারণ করা হয়। এ দিনের সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেন শিল্পী সিরাজুস সালেকিন ও অভ্যুদয় সংগীত অঙ্গন, চট্টগ্রাম।

শিল্পী জাহিদুর রহিম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ছাত্র চলচ্চিত্রকার সালাউদ্দিন জাকি বলেন, 'ছায়ানটে আমরা যোগদান করেছিল গান শিখতে নয়, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। সেখানেই জাহিদুর রহিমের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউল্যাব স্কুলে আমার পরিচয়। তাঁকে আমরা বাবু ভাই বলে ডাকতাম। আমি ক্লাসের পিছনে বসতাম। প্রথম দিনের ক্লাসে উনি শিখিয়েছিলেন, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। বাবু ভাইয়ের খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেলাম ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে বাইশে শ্রাবণে আমরা শিলাইদহে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে, তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ছিল। কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক কাউন্সিল হলে আমাদের অনুষ্ঠান ছিল। একটা গাছের নিচে আমাদের মঞ্চটা করা হয়েছিল। বাবু ভাই গান গাইলেন 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', আর সত্যি সত্যি ঝড় শুরু হলো। অত্যান্ত ধীর স্থির নম্র মানুষ। ভিতরে একটা আগুন ছিল। একটা বাইক চালাতেন। আমরা সেটাকে বলতাম ছাগল। ছাগলের কান ধরে চালাতেন। বাবু ভাই ও তাদের মতো মানুষেরা গানটা বিনোদন হিসেবে নেয়নি। এটার পিছনে একটা চেতনা ছিল। সেই চেতনাটা আমাদের মতো তরুণদের মনে প্রথিত করেছিলেন বাবু ভাইয়ের মতো মানুষেরা। আপনারা জানেন কি নির্যাতনটা তার উপর হয়েছিল।

শিল্পী অজিত রায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবৃত্তি শিল্পী আশরাফুল আলম বলেন, আমার একটা দুপুরের কথা মনে পড়ছে। রংপুর কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি গান শেখাচ্ছেন। সেটাই আমার তার সাথে পরিচয়ের শুরু। তারপর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ও বাংলাদেশ বেতারে তার সাথে আমার বহু স্মৃতি। সেন্ট্রাল রোডে তার বাড়িতে আমি কিছুদিন ছিলাম। তিনি একা থাকতেন। বিয়ের আগে। তার ডাক নাম ছিল রথ ু। তিনি আমকে ডাকতেন আশু বলে। তার মাও একজন সংগীত শিল্পী ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তার মায়ের রেকর্ড বের হয়। এমন একটা পরিবারের মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি খুব ভালো তবলা বাজাতেন। গানের শিক্ষক হিসেবে তার একটা অসাধারণ গুণ ছিল। সেন্ট্রাল রোডের সেই বাড়িতে তার অসাধারণ সুস্বাদু রান্না খাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি আমাকে বললেন, একটা গান লিখে দাও। তারপর তাকে আমি একটা কবিতা পছন্দ করে দিলাম। জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'। তিনি বললেন এটা কি করে সুর হবে! তারপর তাকে আমি একটু পড়ে শুনালাম। তারপর তিনি এটা মনে মনে পড়ে হামমোনিয়াম টান দিলেন। দুপুরের খাবার সেরে ৪৫ মিনিটের মধ্যে সুর তৈরি করে ফেললেন। গানটি তিনি রেকর্ড করলেন। যা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। সেসময় এইচএমভি থেকেও একটি লং-প্লে বের হলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকে তিনি যতো দিন বেঁচে ছিলেন এই জাদুঘরের সাথে ছিল তার নিবিড় সম্পর্ক।

এই দুই দিনের অনুষ্ঠান ৯ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বিজয় উৎসবের আট দিনের অনুষ্ঠান মালার ৪র্থ ও ৫ম দিনের অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অফিসিয়াল ফেসবুক পাতায় সরাসরি সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

শরীফ রেজা মাহমুদ

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন

১ম পৃষ্ঠার পর

হিসেবে যোগদান করি। কলেজ জীবন থেকে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত হই। বুয়েট ক্যাম্পাসে এসে প্রগতিশীল রাজনীতির সুত্রে রবিউল ভাইয়ের সাথে সখ্যতা হয়। সেই সময়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ আমাদের দেশের প্রগতিশীল রাজনীনির মুল আলোচনার কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। রবিউল ভাই ছিলেন আমার দুই বছরের সিনিয়র। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পক্ষে বুয়েট থেকে নানা ধরণের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। সেই সময় রবিউল ভাইয়ের সাথে মেলামেশা শুরু। একজন বহেমিয়ান মানুষ ছিলেন তিনি। খুব দ্রুত তিনি মানুষের সাথে মিশে যেতে পারতেন। স্থপতি বিভাগের খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। খুব ভালো ডিজাইন করতে পারতেন। কিন্তু এসব ছাপিয়ে সেসময় একটি অভিনব লিটল ম্যাগাজিন ছাপিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। 'না' নামের এই সাহিত্য পত্রিকাটি সমকালীন ঢাকার শিক্ষিত সমাজে তুমুল আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলে। সেসময় বুয়েটের পরিবেশটি এমন ছিল যে শিক্ষক তার ছাত্রের কাছে সিগারেট চাইতেন। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে রবিউল ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হয়। আমরা একবার ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে পানাম সিটিতে ঘুরতে গিয়েছিলাম।

রবিউল ভাইয়ের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ আমি আমার জীবনে দ্বিতীয়টি আর পাইনি। উনি মারা যাওয়ার আগে-পরে আমি একটা জিনিস স্টাডি করার চেষ্টা করলাম, তাকে অপছন্দ করে এমন মানুষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। দেখলাম সবাই তাকে ভীষণভাবে ভালোবাসে। এই স্থপতি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি চার-চারবার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, যা দুর্লভ ব্যাপার। খুবই গ্রহণযোগ্য মানুষ। এই স্থাপত্য ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার পেছনে তার যে অবদান তা বলে শেষ করা যাবে না। এখানে কোন রাজনৈতিক দলাদলি নেই। আমাদের প্রথম পরিচয় পেশাদার স্থপতি হিসেবে। এসবের পেছনে রউবিউল ভাইদের কৃতিত্ব।

রবিউল ভাই আসলে কে? উনি কী কবি! উনি কী স্থপতি! উনি কি সংগঠক! উনি আসলে কী? কবি হিসেবে যেমন তিনি অনন্য। ওনার কবিতার মধ্যে উনি মানুষকে নিয়ে, প্রকৃতিকে নিয়ে যেভাবে চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সেটাতো বিরল। আবার স্থপতি হিসেবে তিনি স্থানীয় লাল ইট ব্যবহার করে যে অন্যতার সাক্ষর দিয়েছেন সেটাও অভিনব। ঢাকার খামার বাড়ির ভবন, বগুড়ার মসজিদ, মিরপুর জল্লাদখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ', দেশের বিভিন্ন শহিদ মিনার ও স্মৃতিস্তম্ভগুলো তার অনন্য স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। আর সংগঠক হিসেবে তিনি যা যা করেছেন তাতো এই স্থপতি ইনস্টিটিউট আর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখলেই টের পাওয়া যায়, তার বাকিসব সাংগঠনিক অবদান না-ই উল্লেখ করলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রমনা পার্কের পাশে সুগন্ধা ভবনে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রীয় দপ্তর। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাজ করতেন। মানুষের সাথে দেখা করতেন। সেখানে সবার যাতায়াত ছিল অবাধ। আজ তোমরা সেসব কল্পনাও করতে পারবা না। স্থপতি মাজহারুল ইসলাম আমাকে, রবিউল ভাইকে এবং ইয়াফেস ওসমানকে নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে দেখা করতে। মাজহারুল ইসলাম বললেন এরা সকলে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং এখন যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে চায়। বঙ্গবন্ধু আমাদের কাধে হাত রেখে বললেন, বাবারা শুধু ঢাকা নিয়া পইড়া থাইকো না। সমগ্র বাংলাদেশ কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় সে পরিকল্পনা করো। শুধু ঢাকা নিয়া পরিকল্পনা করলে ভবিষ্যতে বিপদ আছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে রবিউল ভাইয়ের সম্পর্ক কি ঘনিষ্ট হয় সেটা তো আমরা দেখতে পাই। ৩২ নম্বরের স্মৃতি ট্রাস্টে সমস্ত সদস্যরা কিন্ত বঙ্গবন্ধু পরিবারের মানুষ। একমাত্র রবিউল ভাই ছিলেন পরিবারের বাইরের কিন্তু ঘরের মানুষ। কোন দিন এই সম্পর্ককে বাইরে জাহির করতে দেখা যায়নি।

এমন প্রচার বিমুখ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। এক সময় হুট করে উনি আমাকে শিশু সংগঠন কচিকাঁচার মেলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে বুঝলাম সেখানে তার কি অবদান। তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটিরও সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। গোটা শিল্পী সমাজের সাথে রবিউল ভাইয়ের একটা বোঝাপড়া ছিল। ওনার জীবনে উনি যতো পুরস্কার পেয়েছেন তার কোনটিতে তিনি কোন দিন আগ্রহ দেখাননি। একুশে পদক থেকে শুরু করে তার জীবনে যত পুরস্কার আমরা তার হয়ে ফরম পূরণ করেছি। এই প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মের জন্য রবিউল হুসাইন এক বিরাট অনুকরনীয় চরিত্র হয়ে বেঁচে থাকুক। সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের বিকাশের স্বার্থেই রবিউল হুসাইনের আর্দশ ও স্মৃতি জারি রাখা অপরিহার্য বলে মনে করি।

শরীফ রেজা মাহমুদ

অনুদান ফরম

নাম (বাংলা) :
ইংরেজি :
বর্তমান ঠিকানা :
মোবাইল ফোন :
ই-মেইল :

নিম্নোক্ত কোন ধরনের অনুদান প্রদানে আপনি আগ্রহী তাতে টিক (✓) চিহ্ন দিন

☐ প্রতীকী ইট	:	১০ হাজার টাকা
☐ আজীবন সদস্য	:	১ লাখ টাকা
☐ উদ্যোক্তা সদস্য	:	৫ লাখ টাকা
☐ স্থাপনা সদস্য	:	১৫ লাখ টাকা
☐ পৃষ্ঠপোষক সদস্য	:	৫০ লাখ টাকা

অনুদান-দাতার নাম জাদুঘর ভবনে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হবে।

যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে অনুদানভুক্তি হবে তা পরিষ্কার হরফে বাংলায় ও ইংরেজিতে লিখুন (আপনার প্রদত্ত বানান অনুযায়ী নাম প্রদর্শিত হবে) :

অনুদান সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কার্যালয়ে অথবা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফান্ডে অনুদান জমা দেয়া যাবে।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সিএসআর-এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত আয়করমুক্ত প্রতিষ্ঠান (এস আর ও নং - ১১৬-আইন/২০১০, তারিখ ৮ বৈশাখ ১৪১৭/২১ এপ্রিল ২০১০)।
এ ছাড়া করপোরেট সহায়তা সিএসআর-ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

আপনার যে কোনো পরিমাণ অনুদান ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হবে

ব্যাংক হিসাবের নাম : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফান্ড
হিসাব নং : ১১০১ ১৩১ ২৫২৬৪০৬৩
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, ৬৩ দিলকুশা, ঢাকা-১০০০

নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়তে হবে স্থায়ী তহবিল

মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় জন-অংশগ্রহণে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবন। এর যথাযথ পরিচালনার জন্য সকলের সহায়তায় গড়ে উঠবে স্থায়ী তহবিল

স্থাপিত : ২২ মার্চ, ১৯৯৬
এনজিও ব্যুরো রেজিস্ট্রেশন নং-১০০৭
সোসাইটি অ্যাক্ট নিবন্ধিত : এস-৩৫৪৫(৩৩৪)২০০৪
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসাস
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য : আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব মিউজিয়ামস
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব মিউজিয়মস
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য : আন্তর্জাতিক আর্কাইভিস্ট কাউন্সিল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৪৮১১৪৯৯১-৩, ০৯৬১১-৬৭৭৭২২৩
ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
ওয়েব : www.liberationwarmuseumbd.org

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান দিলেন যারা

প্রতীকী ইট

১.	উমাইজা শাহিদা আরিশা	১০,০০০/-
২.	আরমান আহম্মেদ শাহ	১৫,০০০/-
৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল	১০,০০০/-
৪.	এয়ান রে পিটার	১০,০০০/-

আজীবন সদস্য

১.	মোহাম্মদ হাসান ফারুক	১,০০,০০০/-
২.	জায়েদুল করিম খান	১,০০,০০০/-
৩.	ইকরাম মঈন চৌধুরী	১,০০,০০০/-
৪.	আবুল ফজল মেজবা উদ্দীন	১,০০,০০০/-
৫.	মোহাম্মদ সাঈম	১,০০,০০০/-
৬.	রতন কুমার পাল	১,০০,০০০/-
৭.	রাহাত সোহেল	১,০০,০০০/-
৮.	মো: রেজাউল হাসান	১,০০,০০০/-
৯.	তাসনুভা আহমেদ টিনা	১,০০,০০০/-
১০.	আসাদ জসিম	১,০০,০০০/-
১১.	জয় পিটার	১,০০,০০০/-

উদ্যোক্তা সদস্য

১.	মো: মোরশেদ আলম	৫,০০,০০০/-

(ডিসেম্বর ২০২২-১৪ জানুয়ারি ২০২৩)

আগামীর অনুষ্ঠান

সিএসজিজে-এর অষ্টম বার্ষিক শীতকালীন স্কুল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) আগামী ২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩ 'বিদ্বেষ, সহিংসতা ও নৃশংস অপরাধ প্রতিরোধ' শীর্ষক অষ্টম বার্ষিক শীতকালীন স্কুলের আয়োজন করেছে। আবাসিক এ স্কুলে অংশগ্রহণ করবে দেশ-বিদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অপরাধবিদ্যা, সাংবাদিকতা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক শেষবর্ষ ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা।
এছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ, তরুণ গবেষকসহ দেশ-বিদেশের অন্যান্য পেশাজীবীরাও অংশগ্রহণ করবে। শীতকালীন স্কুলে অংশগ্রহণকারীরা সাত দিনব্যাপী সাভারে অবস্থিত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করবে। উইন্টার স্কুলে দেশ-বিদেশের খ্যাতমান গণহত্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করবেন। শীতকালীন স্কুলের পাঠদানের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা দিনব্যাপী ১৯৭১ সালে নির্মম গণহত্যা সংঘটিত মানিকগঞ্জের তেরশ্রী গ্রাম পরিদর্শন করবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র এবং গণহত্যা ও ন্যায়বিচার অধ্যয়ন কেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে ২০ জানুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে MASTER CLASS & FILM SCREENING

জল্লাদখানায় আগত দর্শনার্থীদের মন্তব্য

জীবন সুন্দর স্বাধীনতা হয়ত তার চেয়েও সুন্দর। স্বাধীনতার জন্য জীবন দেয়া যায়। এ ভালোবাসার কোন পরিমাপ হয়না। আমরা হারিয়ে যাবো। আমাদের স্বাধীনতার গল্পগুলো যেন হারিয়ে না যায়। আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা যেন স্বাধীনতার সত্যগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে পারি।

সিরাজুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
০৪/১২/২০২২

Thank you, Promila thanks to my dear guides from the Liberation War Museum for bringing me have to honour the memory of the victims of the heinous crime perpetrated at this site. I commend you and the museum for the honourable task of memorialisation and honoring of the victims of the genocide. As in the words of Zahir I echo `Stop Genocide'. The work you do on Saturdays to bring to bear this memory upon the school children who can still be witness to the words of the survivors is of immerse importance that one day we may actually be free of violence, all types of hatred, of discrimination and leave in peace.

Opheloa Leon
Former chairperson of ICMEMO
8/12/2022

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমার ১৭ বছরের কন্যাকে নিয়ে প্রথম আলো পত্রিকার বদৌলতে আজ এখানে প্রথম এলাম। ওর ভাষাতেই বলি 'খুব ভালোভাবে জায়গাটা রাখা হয়েছে। খুব ভালোভাবে শহীদদের মনে করা হচ্ছে এবং অনেক মানুষ আসছে.....' এইতো আমরা সকলেই চাই!

ত্রপা মজুমদার
বনানী, ঢাকা
১১/১২/২০২২

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মিরপুরের এই জল্লাদখানার ভূমিকা অনেক। বাংলাদেশে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা যে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল এই জল্লাদখানা তার অন্যতম চিহ্ন। নতুন প্রজন্ম এই জল্লাদখানা বধ্যভূমি হতে স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জানবে এবং দেশকে ভালোবেশে দেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা। সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

পাঠান মো: সাইদুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়
২৫/১২/২০২২

এই বধ্যভূমিতে এসে আমি আসলেই বাকরুদ্ধ। এই বধ্যভূমি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে গণহত্যার নৃশংসতা। পাকিস্তানি সেনারা কতটা অমানবিক তা এইটা না দেখলে বোঝা যেত না। সকল শহীদ ও শহীদ পরিবারের সবার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

খালেদ মাহমুদ
২৬/১২/২০২২

আমি এর আগেও কয়েকটি বধ্যভূমি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম তবে মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে এই প্রথম। এখানে এসে আমি শিহরিত হই। সেই স্মৃতি আমাকে কাঁদায়। আমি কল্পনার জগতে চলে যাই। সেই বীর শহীদদের আর্তনাদ আমার কানে শুনি। পরিশেষে এখানকার নিদর্শনগুলো প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হলে দর্শনার্থীদের আরো ভালো লাগবে বলে আমি মনে করি।

এস এম লিংকন
বসুন্ধরা, ঢাকা
২৬/১২/২০২২

আমি সত্যিই অবাক হলাম। এইরকম একটা ইতিহাস জানতাম না ঢাকায় থেকেও। এটার রক্ষণাবেক্ষণ যারা করছেন তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এই ইতিহাস থেকে অনেক কিছু নেয়ার আছে। যাঁরা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন, আমিন। বাংলাদেশ অনেক কিছুর বিনিময়ে পাওয়া, আমি গর্বিত।

কাজী নূরউদ্দিন আহমেদ
২৯/১২/২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঢাকার মিরপুরে চিড়িয়াখানায় হাতির মাহুতের কাজ করতাম। কিন্তু সে সময় বিহারি স্টাফদের যন্ত্রনায় ডিউটি করা কঠিন হয়ে পড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে জীব জানোয়ারদের খাবার দিতে যেতে হতো। মাঝে মাঝে বিহারি পুলিশ এসে আমার খোঁজ করতো। আমাকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করতো। শেখ মুজিব তোমহারা বাপ হে! আমরা ওকে ধরে নিয়ে গেছি। এইসব কথাবার্তা বলতো। আমার গ্রামের বাড়ি ছিল সিলেট। সেসময় চিড়িয়াখানার কিউরেটর ছিলেন সিলেটের বজলুর রহমান চৌধুরী। টিক্কা খান চিড়িয়াখানা ভিজিটে আসলে তার সাথে চৌধুরী সাহেবও এলেন। চৌধুরী সাহেব ততদিনে কোয়ার্টার ছেড়ে চলে গেছেন। দুই জন বাঙালি মুসলমানকে পাক আর্মি ধরে নিয়ে গেলে আমি চৌধুরী সাহেবকে বললাম, এরাতো আমাদের মুসলমানদেরও ধরে নিয়ে মেরে ফেলছে। তখন চৌধুরী সাহেব টিক্কা খানকে এসব কথা বললেন। টিক্কা খান জবাবে জানালো, তোমাদের বাঙালিরাও আমাদের লোকদের মারছে। এরমধ্যে আমি টিক্কা খানকে শিম্পাঞ্জির খাঁচার পাশ থেকে দুইটি কাঁঠাল পেড়ে দিলাম। টিক্কা খানও আমার সাথে সাথে আসলো। আমি জানতাম কি করলে শিম্পাঞ্জি খেপে যায়। শিম্পাঞ্জিকে খেপিয়ে আমি কেটে পড়লাম। টিক্কা খান খাঁচার সামনে গেলো। শিম্পাঞ্জি বিরক্ত হয়ে টিক্কা খানের মুখের মধ্যে ঢিল ছুড়ে মারলো। টিক্কা খানও শিম্পাঞ্জিকে দুইটি গুলি ছুড়ে মারে। কিন্তু শিম্পঞ্জির গায়ে লাগাতে পারলো না। যাই হোক, তারপর আমি চৌধুরী সাহেবকে জানালাম আমি এখানে থাকবো না স্যার, বিহারিরা আমাকে মেরে ফেরবে। তখন তিনি আমাকে জানালেন, ঠিক আছে তুমি হাতি তিনটি নিয়ে সাভারের লাইফস্টকে চলে যাও। তখন বর্ষাকাল নদী ভরা পানি, বিল ভরা পানি। আমরা তিজন মাহুত ও দুজন হেলপার হাতি নিয়ে পানি সাতরে সাদুল্লাপুর দিয়ে উঠে সাভার চলে গেলাম। সাভার রেডিও অফিসের পাকসেনারা আমাকে এক দিন ধরে নিয়ে গেলো। আমাকে খুব টর্চার করলো। পরে আমার চিড়িয়াখানায় কাজের খোঁজ পেয়ে ছেড়ে দিলো। আমি সব ছেড়ে পালিয়ে চলে আসি সাদুল্লাপুর। বিহারিরা আমাদের সব ঘর জ্বালিয়ে দিলো। পরে আমি আমার পরিচিত কয়েকজনের পরামর্শে ছয়জন মিলে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমিনবাজার থেকে। কল্যাণপুরের কাছে একটা পাক আর্মির ক্যাম্প ছিল চেক হলো, ছেড়ে দিলো। গুলিস্তান গিয়ে আবার চেক। তারপর কাচপুরেও চেক হলো। এখানে কড়া জবাবদিহি করা হলো। তখনও ব্রিজ হয়নি। পরে একটা নৌকা নিয়ে বৈদ্যেরবাজার গেলাম। চেক পোস্টে জবাবদিহিতা করতে হলো। দেড় টাকা পিস বোয়াল মাছ, এক আনা প্লেট ভাত নিলাম হোটেলে। পরে আর্মি আসার কথা শুনে ভাত ফেলে পালালাম। ৭০ টাকা দিয়ে নৌকা ভাড়া করে কুমিল্লা রামচন্দ্রপুর ভুলু মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি এলাম। রাত চারটা বাজে রওনা দিয়ে আমরা চলে এলাম কুমিল্লা নিমবাড়ি। এখানে এসে আবার পাকআর্মির আক্রমণে পড়ে গেলাম আমারা বিলের মধ্য দিয়ে পালালাম। নরনারী, ছেলে, বুড়ো শতশত মানুষ নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে ভারতে। একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে আমাদের যেতে হলো যার উপরে পাক আর্মির চেক পোস্ট। আমরা টাকা দিয়ে পার হলাম নিরাপদে। একটা রেললাইনের কাছে শেষ বারের মতো পাকআর্মি দেখলাম। কখন যে ভারত ঢুকে গেলাম টের পাইনি। জিপ গাড়ি দিয়ে হাপানিয়া ক্যাম্প গেলাম। সাভারের আনোয়ার জং সাহেব আমাদের আগরতলার পাহাড়ি এলাকা অম্পিনগর হোল্ডিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। ওসমানী সাহেব এলেন। উনি আমার বাড়ি সিলেট শুনে ওনার সাথে নিয়ে গেলেন। প্রচুর ভালো খাবার দিয়ে দিলেন আমাকে। পরের দিন দশটায় আমরা ট্রেনিং সেন্টারে গেলাম। চেকআপ করে ইঞ্জেকশন মারলো। পোশাক দিলো, অস্ত্র দিলো প্রশিক্ষণের জন্য। ২২ দিনের ট্রেনিং শেষে পাঠালো মেলাঘর ক্যাম্পে। তাপর বাংলাদেশে ঢুকলাম অস্ত্র গোলা-বারুদ নিয়ে। হাজীগঞ্জ হয়ে আমরা বিক্রমপুর ঢুকলাম। আমাদের দেখে স্থানীয় মানুষ খুব সাহস পেলো। তারপর লঞ্চে করে নবাবগঞ্জ এলাম। পথে বেশ কিছু অপারেশন হলো। তারপর রুহিতপুর এসে যুদ্ধ হলো। তারপর যুদ্ধ করতে করতে মানিকগঞ্জ এলাম। মানুষজন প্রচুর আপ্যান করলো। চাকুলিয়ায় একটা বড় যুদ্ধ হলো। আমাদের ২/৩ জন যোদ্ধা মারা গেলো। পীরসাহেবের বাড়িতে থাকলাম। তারপর সাদুল্লাপুর বড়গ্রাম এসে যুদ্ধ হলো, সেখানে আরও একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেলো। মোরশেদ মোল্লা আহত হলো। কিন্তু আমাদেরই জয় হলো। আমরা চলে এলাম মিরপুর বাগসাত্রা। তারপর শাহআলীতে যুদ্ধ। মারা যায় রফিক। মিরপুর স্বাধীন হলো একটু পরে। আমরা বিহারিদের হাত থেকে সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে চেষ্টা করলাম। গুদারাঘাটের তোরাব আলীদের বিহারিরা হত্যা করলো। পরে তো শেষ পর্যন্ত মিরপুর মুক্ত হলো।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- **শরীফ রেজা মাহমুদ**

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের মন্তব্য

আমি পুলকবসু। বাড়ী কাউখালী, পিরোজপুর। আজ আমি আমার পরিবার স্ত্রী ঝুলন রানী সমাদ্দার, পুত্রদ্বয় ঋদ্ধি রাজ বসু এবং রুদ্ররাজ বসুকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করলাম।

খুব আবেগ-ভালোবাসা নিয়ে সময়টা শেষ করলাম। আমার মা গত হয়েছে দুই মাস হলো। তাকে জীবিত অবস্থায় একবার নিয়ে আসতে পারলে হৃদয়ে অনেক শান্তি পেতাম। কারন বড় হয়েছি তার কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে।

সেই একই গল্প কতবার করে শুনতে চেয়েছি। আর মা প্রতিবার অনেক যত্ন করে আমাদের শুনিয়েছে, আর ছোটবেলা ভাবতাম যদি যুদ্ধের সময় আমার জন্ম হতো। তাহলে কত ভাল হতো পাকসেনা-রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতাম।

কিন্তু এখন বুঝি যুদ্ধ যে কতটা নির্দয়, কতটা নিষ্ঠুর, কতটা আত্মত্যাগ।

যে জাতি এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সফলভাবে তাকে কোন কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না।

জয় বাংলা

পুলক বসু
৩১/১২/২০২২

Justice. M. R. SHAH
Judge, Supreme Court of India

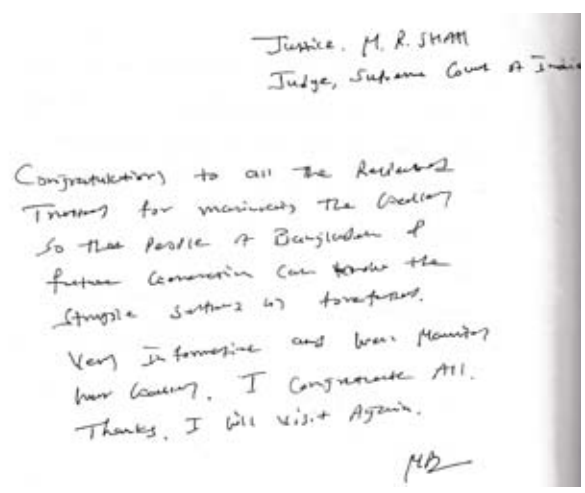

Congratulations to all the [illegible] Trustees for maintaining the [illegible] so that people of Bangladesh & future generation can know the struggle [illegible] by forefathers.
Very informative and [illegible] [illegible]. I congratulate All.
Thanks, I will visit Again.

MR

It is a great pleasure and honour to visit the liberation war museum to see with my own eyes all documents and life samples of how the great people of Bangladesh have suffered and [illegible] with their willingness and their believes to gain their independence.
finally I wish your esteemed museum all success and great achievement.

Shahin Hilariat
O.I.C. special envoy
to Myanmar
19/12/2022

জিনিসগুলো সুন্দর।

আজ ১৬ ডিসেম্বর ২০২২। মহান বিজয় দিবসের ৫১তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি আমার পিতা-মাতা, ভাই ও চাচা-চাচির সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঘুরতে এসেছি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আগামী বিজয় দিবসে আবার আসবো।

মো: সাজিদ হাসান
৩য় শ্রেণি
জামালপুর জিলা স্কুল।

অদ্য ২৩-১২-২০২২ একটি স্মরণীয় দিন আমার জন্য কারণ আজ আমি আমার একমাত্র সন্তান সিয়াম ও সহধর্মীনি রুমাকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করলাম ভীষন অনুপ্রাণিত হলাম বর্তমান স্বাধীনতার পক্ষের সরকার আমাদের জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার সরকারের প্রচেষ্টায় এই জাদুঘর নির্মিত হয়েছে। এখানে আমাদের ভাষা আন্দোলন, আমার স্বাধীনতার অনেক প্রামাণ্যচিত্র ও ঘটনাবলী দেখলাম ভাষা শহীদ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের স্মৃতিচিহ্ন ভীষণ ভালো লেগেছে।

মো: নাজিম উদ্দিন সরকার
গ্রাম-নবনীয়া, পো: চুকনগর
ডুমুরিয়া, খুলনা

আমি আমার দেশের জন্য গর্বিত,
[illegible]
আমার সোনার বাংলা
[illegible]

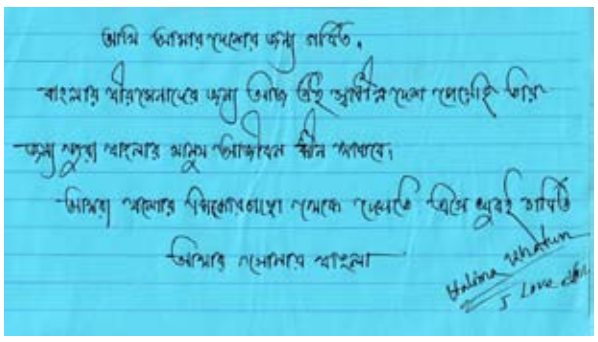

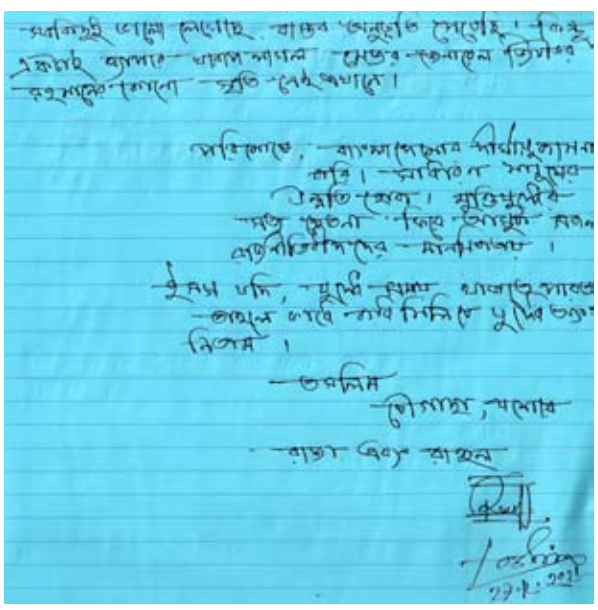

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভাণ্ডারে নতুন স্মারক

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স পার হয়েছে একান্ন বছর, এই একান্ন বছর ধরে কতই না মানুষ হারানো স্বজনের স্মৃতি আগলে বেঁচে আছেন। কত ছবি, কত চিঠি ও কত স্মারক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পেরিয়ে এসেছে ছাব্বিশ ক্যালেন্ডার। পচিশ বছর পরে স্মৃতি আগলে থাকা মানুষগুলো খুঁজে পেল একটা স্থান যেখানে সযত্নে রক্ষিত হবে তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের চিহ্ন। তাইতো আজও এই মানুষগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভাণ্ডারে জমা করেন তাদের সেরা সম্পদ। যেমন এলেন আশফাক হাই। গ্যালারিতে হেঁটে চলেন আর বলে চলেন পিতা লে. কর্ণেল সৈয়দ আব্দুল হাই-এর কথা। আর্মি মেডিকেল কোরের সদস্য পিতা '৭১-এর মার্চে কর্মরত ছিলেন যশোর ক্যান্টনমেন্টে। ৩১ মার্চ কর্মরত অবস্থায় শহীদ হন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরও একবার সাক্ষী হয় পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে একজন সন্তানের পিতৃহীন হবার যন্ত্রণার। যাদের যুদ্ধ একাত্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীন দেশে মা নাসরিন হাই শুরু করেন আরেক যুদ্ধ। গৃহিণী নারীকে নিতে হয় পরিবারের ভরন পোষণের দায়িত্ব। সে এক ভিন্ন অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ধারণ করে সেই অধ্যায়কে। পিতার স্মারকের সাথে সাথে পরম নির্ভরতার এই জায়গায় অতীত দহনকেও জমা করেন আশফাক হাই। কত হাজার স্মৃতি আর দহনকে ধারণ করে দাড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

স্ত্রী নাসরিন হাইসহ লে. ক. সৈয়দ আব্দুল হাই

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আশফাক হাই

বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

OIC Secretary General's special Envoy for Myanmar

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের পরিবারবর্গ

ভারতীয় দুতাবাস আয়োজিত কর্মশালায় বাংলাদেশের সাংবাদিকবৃন্দ

ড. কেনেথ এক্স রবিন্স

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official